জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে ভাদ্র বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 5th Sept. 1956 | ১৭শ সংখ্যা

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

৯৮ খাং ডিঃ সেবাইত মহান্ত গণপতি দাস গোস্বামী দেং নপসী সেখ দিং দাবি ৫২৷৯ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুরকুণ্ডা ১-৯২ শতকের কাত ৮৷৵৩ আঃ ১৯০৲ খং ২০০

৯৯ খাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল মকিদ মণ্ডল দিং দাবি ১৫৷৵৬ মৌজাদি ঐ ১০৫ শতকের কাত ১৷৬ আঃ ১০০৲ খং ১৫০

১০০ খাং ডিঃ ঐ দেং শ্যামাপদ রায় দিং দাবি ৪৭৸৵৩ পাই মৌজাদি ঐ ১৫৮ শতকের কাত ৫৷৵৯ আঃ ২০০৲ খং ২৭১

১০৬ খাং ডিঃ ঐ দেং আমেনা বিবি দাবি ৪৯৸৵৩ মৌজাদি ঐ ২৪৩ শতকের কাত ১৬৷৵৬ আঃ ১৫০৲ খং ১৪৫

১০৭ খাং ডিঃ ঐ দেং মহম্মদ রাকিব সেখ দিং দাবি ৬১৸৩ মৌজাদি ঐ ৮০৬ শতকের কাত ২৯৲ আঃ ৮০০৲ খং ১৪২

১০৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২১৸৵০ মৌজাদি ঐ ৮১ শতকের কাত ৪৷৬ আঃ ৭৫৲ খং ১৪৯

১২৪ খাং ডিঃ মহান্ত গণপতি দাস গোস্বামী দেং তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দাবি ৩৯৸৵৯ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে নওপাড়া ৩৫১ শতকের কাত ৭৲ আঃ ২০০৲ খং ৪৯০

১২৫ খাং ডিঃ ঐ দেং তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি ১৭৸৩ পাই মৌজাদি ঐ ৩৭৯ শতকের কাত ১৷৵০ আঃ ২২৫৲ খং ৪৯৩

১২৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০৸৵৯ পাই মৌজাদি ঐ ৪০ শতকের কাত ২৷৵৫ আঃ ২৫৲ খং ৪৯৭

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপালের বন্দী-প্রশস্তি

—০—

গত পূর্ব্ব সোমবার রাজ্যপাল শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীবৃন্দের উদ্দেশে "আপনারা মানুষ হয়ে শীঘ্র বেরিয়ে আসুন, বাইরে সমাজ অপেক্ষা করে আছে আপনাদের পাবার জন্য। সমাজের সব দরজাই আপনাদের জন্য খোলা আছে—কোন দরজাই আপনাদের কাছে বন্ধ হবে না।" এই প্রকার গভীর আবেগ জড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন।

গত ২৮শে আগষ্ট অপরাহ্ণে রাজ্যপাল শ্রীচক্রবর্ত্তী আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল পরিদর্শনে গেলে সেখানকার বন্দিগণ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পরলোকগত রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর নিকেতন তহবিলে তাঁহাদের স্বোপার্জিত অর্থ হইতে ৫০১৲ টাকা অস্থায়ী রাজ্যপালের হস্তে প্রদান করেন। ঐ টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বন্দীদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানান। পশ্চিম বঙ্গের কারামন্ত্রী ডাঃ জীবনরতন ধর উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

অস্থায়ী রাজ্যপাল শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভাষণে বলেন যে, তিনি এই কারা পরিদর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উপকৃত বোধ করিতেছেন। রাজ্যপালের পদ অপেক্ষা তিনি যে স্থায়ী পদের অধিকারী (প্রধান বিচারপতি), তাহার সহিত বন্দীদের সম্পর্ক অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। তাঁহারা (বিচারপতিরা) কারাদণ্ড দিয়া থাকেন, কিন্তু কারাগারে যে কি অবস্থা তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহাদের নাই। তাই কারার আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিদর্শন করার সুযোগ পাইয়া তিনি খুবই উপকৃত হইয়াছেন।

তিনি আরও বলেন যে, এই কারাগারে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের অনেকেই হয়ত নির্দ্দোষ ছিলেন। সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারকেরা তাঁহাদের দণ্ড দিয়াছেন। কোন বিচারকই জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে, তিনি অভ্রান্ত। সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। মানুষকে কারাগারে পাঠাইতে কেহই আনন্দ পায় না—বিচারকদেরও উহাতে কোন সুখ নাই। বর্ত্তমানকালে আগেকার দিনের দণ্ডনীতির নিষ্ঠুর ভিত্তি দূর হইয়াছে বলিয়া শ্রীচক্রবর্ত্তী সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এখন মানুষকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য, তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট করিবার জন্য কাহাকেও কারাগারে পাঠানো হয় না। নির্জ্জন কারায় নিজের সম্পর্কে চিন্তা করিয়া সে যাহাতে প্রকৃত মানুষ হইয়া সমাজে ফিরিয়া আসিতে পারে তাহার উদ্দেশ্যেই এখন কারাদণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে।

বন্দীদের রুচি ও কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া রাজ্যপাল বলেন যে, সেণ্ট্রাল জেলের বন্দীদের ব্যায়াম, তাঁহাদের আঁকা চিত্র, তাঁহাদের পরিচালিত মাসিক পত্র ইত্যাদি দেখিয়া তিনি সন্তোষলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যে মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন, তাহা বাহিরের পত্র পত্রিকাদি হইতে কোন অংশে হীন নহে। তাঁহাদের আঁকা চিত্র ও মাসিক পত্র হইতে তাঁহাদের গভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারাগারের মধ্যে যে এইরূপ মননশীলতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর নিকেতন তহবিলে বন্দীদের দানের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন যে, পরলোকগত রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি উক্ত তহবিলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বন্দীরা তাঁহাদের এই দান ডাঃ মুখার্জির হাতে দিতে পারিলে নিশ্চয়ই অনেক বেশী আনন্দ পাইতেন। যাহা হউক, পরলোকগত রাজ্যপালের শিক্ষক জীবনের ছাত্র বর্ত্তমান রাজ্যপাল তাঁহার গুরুর আরব্ধ কাজ সম্পাদনে যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

বন্দীদের আত্মা ও মনুষ্যত্ব যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য সরকার হইতে বন্দীদের যে সমস্ত কাজ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহারই পারিশ্রমিক হইতে বন্দীরা এক মহান উদ্দেশ্যে দান করিতেছেন। কারান্তরালে থাকিয়াও যে তাঁহারা বাঙ্গলার রোগ-পীড়িত নরনারীর চিকিৎসার জন্য কষ্টার্জিত অর্থ দান করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের মহানুভবতার পরিচায়ক। তাই রাজ্যপাল তাঁহাদের এই দান লইতে পারিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছেন বলিয়া মন্তব্য করেন।

JUSTICE

জাষ্টিস্=ন্যায় বিচার

(শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত)

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাক্তন রাজ্যপাল স্বর্গত ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গিয়া নমস্কার করা মাত্র তিনি প্রতি-নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ কি বলবেন বলুন—গত বারে তো আমার মা-বাপের দেওয়া নামই বদলাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তা তো আমার দ্বারা হয়নি।

আমি সেবারে কথায় কথায় বলেছিলাম—"অমন সুন্দর দানা যার তার নাম **বেদানা** আর আপনি সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বেতনের মধ্যে ৫০০৲ টাকা নিয়ে বাকী সব সৎকার্য্যে দান করেন আপনার নাম হলো **"হরেন!"** যাঁরা হরেন তাঁদের নাম.....বল্‌তে বল্‌তেই বল্লেন—যাঁরা হরেন তাঁদের কারো নাম করবেন না।"

এই কথা মনে ক'রে আমাকে নাম বদলাবার অনুরোধ বলে অনুযোগ করেন। ডাঃ মুখার্জ্জি আমার কাছে কোনও হাসির কথা শুন্‌লেই একখানা ছোট নোট-বুকে লিখে রাখতেন। একদিন গিয়ে কি কথা হতেই Moralist (মরালিষ্ট) কথাটা হবা মাত্র আমি বলেছিলাম "মরালিষ্ট" এখন মড়া list এর মধ্যে পাওয়া যায় জ্যান্ত লিষ্টে পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক মাসেই যেতাম। যদি কোনও কথা তাঁকে ভাল লাগতো অমনি নোট-বুকে লিখতেন আর বল্‌তেন—আপনিও Pun-আসক্ত আমিও পানাসক্ত (অবশ্য ধূমপান)

আমিও ৪০ বৎসর তামাক খেয়ে, তামাক আফগারী বিভাগ (অপকারী বিভাগ) লওয়ার পর ছেড়ে দিই। ডাঃ মুখার্জ্জি রাজ্যপাল পদে আসীন হওয়ার পর আমার আগুন তোলা চকমকি তাঁকে সমর্পণ করিয়াছিলাম।

১৯৫৪ সেপ্টেম্বরে যেদিন দেখা করতে যাই—রাজ্যপাল জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন? উত্তর দিলাম—আপনার রাজ্যে ভাল নাই বল্‌লে রাজদ্রোহিতা হবে।

বল্লেন—অভয় দিচ্ছি, ঠিক বলুন।

উত্তর—যে দেশে JUSTICE থাকে সে দেশ ঠাণ্ডা থাকে কারণ JUSTICE শব্দটার মধ্যে দুটো শব্দ আছে JUST আর ICE (বরফ) কাজেই JUSTICE থাকলেই ঠাণ্ডা থাকবে সে দেশ।

আজ ডাঃ মুখার্জ্জি সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন, তাঁহার পদে তাঁহার ছাত্র JUSTICE চক্রবর্ত্তী আজ রাজ্যপাল। দণ্ডিত অপরাধীরাও আজ তাঁহার শীতল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। আজ ডাঃ মুখার্জ্জির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি—দেখুন JUSTICE-ছাত্র কেমন মধুর শীতলতা বিতরণ করিতেছেন।

জননায়ক শরৎ বসু স্মরণে

জন্ম—৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯

॥ শ্রীসু-মো-দে ॥

নেতাজীর দাদা শরৎচন্দ্র
স্মৃতি তব অক্ষয়,
মহৎ জীবন বাংলার নেতা
গৌরব পরিচয়।
সাক্ষাৎ তুমি রাম অবতার
লক্ষ্মণ ভাই সুভাষ তোমার,
সীতার সমান বিভাবতী দেবী
তব সহধর্ম্মিণী,
মুক্তি যুদ্ধে সুভাষ অমর
মৃত্যু শমন জিনি'।
তব নির্ভীক জীবনাদর্শ
ভুলে নাই জাতি ভারতবর্ষ,
'বসু পরিবার'—অবদান কথা
ভারত মুক্তি-রণে,
কারা লাঞ্ছনা দেশসেবাস্মৃতি
জেগে আছে জনমনে।

ঘাটের কথা

দিদি—শুনেছিস্? দয়াময়েরা আবার কাপড়ে টেক্স আরও বাড়াবে কি বাড়িয়েছে!

বোন্—দিদি! যেন তোমার মত দুখ সইতে পারি সেই আশীর্ব্বাদ করো। তুমি যে বল্‌তে শূয়োরের লোমের বুরুষ দিয়ে দাঁত মাজিস্ ঘেন্না করে না? দিদি! আমি নিজেই ঘেন্না। স্বামীর রক্ত জল করা পয়সা দিয়ে আর তাঁর খাটুনি বাড়িয়ে আর্মলেট পরে শাঁখা পরার মেয়াদ কমাবো না দিদি!

দিদি—মা জগদম্বা আসছেন। আমরা মাতি হুজুগে। একখানা দশ-হাতী কাপড় থাকলেই হলো। গামছা পরে, গামছা বুকে দিয়ে বাড়ীতে থাকবো। কে কি করবে? মা দুর্গা শিবের ভিক্ষার চালে অন্নপূর্ণা সাজে আমরা পারবো না!

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন"   টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৮

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত